সর্বশিক্ষা অভিযান
(Sarva Shiksha Abhijan—SSA)

ভূমিকা (Introduction)

ভারতের সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হল—সংবিধান চালু হবার দশ বছরের মধ্যে প্রারম্ভিক শিক্ষা সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে। সংবিধান চালু হবার (1950) 65 বছর পরেও এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত বিশ্বে আর কোনো স্বাধীন দেশে এই অবস্থা ঘটেনি। এর প্রধান কারণ হল বিভিন্ন সরকারি প্রশাসনিক দপ্তরের মধ্য যোগাযোগ এবং সদিচ্ছার অভাব। আরও নানা সমস্যা এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা সব শিশুর জন্মগত অধিকার হলেও আর্থসামাজিক কারণ ও সার্বিক সচেতনতার অভাবে এই অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। 2000 খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক Millennium Development Goal (MDG)-এর প্রস্তাব অনুযায়ী এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের জন্য Apex Court দ্বারা নির্দেশিত হয়ে সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার লক্ষ্য পূরণের জন্য ভারত সরকার 'সর্বশিক্ষা অভিযান' (SSA) কর্মসূচি গ্রহণ করে। এটি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থগুলির যৌথ উদ্যোগে পরিকল্পিত একটি প্রকল্প।

সর্বশিক্ষা অভিযান কী? (What is Sarva Shiksha Abhijan?)

- 6-14 বছর বয়সি সমস্ত শিশুর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক একটি প্রকল্প।
- কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির যৌথ উদ্যোগে পরিকল্পিত একটি প্রকল্প।
- সর্বশিক্ষা অভিযান নিয়মতান্ত্রিক (Formal) শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি বিকল্প বা পরিপূরক শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ।

- বুনিয়াদি শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার করা।
- প্রকল্পের সামগ্রিক কাজকর্মে পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি ও ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি, অভিভাবক/শিক্ষক সমিতি ও অন্যান্য নীচু স্তরের সংস্থাগুলির অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।
- প্রারম্ভিক শিক্ষার সপক্ষে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটানো।

সর্বশিক্ষা অভিযানের পশ্চাৎপট (Background of Sarva Shiksha Abhijan)

সর্বশিক্ষা অভিযানের পশ্চাৎপট নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(1) সারা দেশ ব্যাপী উন্নতমানের মৌলিক শিক্ষার দাবি।
(2) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কর্মসূচি কার্যকর করা।
(3) সামাজিক ন্যায়বিচারের সুযোগ সৃষ্টি করা।
(4) সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে কমিউনিটিকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা।
(5) প্রতিটি রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উপর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করা।
(6) 2010 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উপযুক্ত প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

সর্বশিক্ষা অভিযানের উদ্দেশ্য (Objectives of SSA)

সর্বশিক্ষা অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল—

(1) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (2003 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) সকল শিশুর গম্যতার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা এবং সমস্ত শিশুকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিকল্প বা পরিপূরক বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় প্রত্যাবর্তন শিবির ইত্যাদির মাধ্যমে) ভরতি সুনিশ্চিত করা।
(2) 2005 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমস্ত শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা (5 বছরের)।
(3) 2010 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যাতে সমস্ত শিশু 8 বছরের প্রারম্ভিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা।
(4) জীবনের উপযোগী ও সন্তোষজনক শিক্ষা মানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা।
(5) প্রাথমিক ও প্রারম্ভিক শিক্ষা স্তরে লিঙ্গ ও সামাজিক শ্রেণির মধ্যে যে বৈষম্য আছে তা যথাক্রমে 2006 ও 2010 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দূর করা। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে 1996 খ্রিস্টাব্দ থেকে আরও দুটি কর্মসূচি যুক্ত হয়েছে—DPEP (District Primary Education Programme) এবং আনন্দ পাঠ। প্রথম দিকে এই কর্মসূচিগুলি 5টি জেলায় চালু হয়। জেলা নির্বাচনের শর্ত ছিল মহিলাদের স্বল্প সাক্ষরতা। এই কর্মসূচির উদ্যোক্তা ছিল Department of International Development, U.K. এবং অন্য উন্নত দেশগুলির আর্থিক সহায়তা।
(6) 2010 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা (Universal Retention)।

'সর্বশিক্ষা অভিযান' শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং সমাজের প্রত্যেকটি নাগরিকের কাছে দেশের সংবিধানের প্রতিশ্রুতিকে (সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা) বাস্তবায়িত করার একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। আশা করা হচ্ছে, শিক্ষকরা জনগণের সহযোগিতা নিয়ে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন। দ্রুততার সঙ্গে এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রারম্ভিক শিক্ষার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে, যাতে প্রত্যেকে শিক্ষার অঙ্গনে আসতে পারে এবং প্রত্যেক শিশুর সার্বিক উন্নতি হয়। এ কাজটি অত্যন্ত কঠিন না হলেও খুব সহজসাধ্যও নয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায় শিক্ষকরা এই দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে পারবেন।

'সর্বশিক্ষা অভিযান'-এর কর্মসূচি (Activities of SSA)

সর্বশিক্ষা অভিযানে যে যে কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল:

(1) প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো বৃদ্ধি।

(2) স্থানীয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বিকল্প বিদ্যালয় বা পরিপূরক বিদ্যালয় স্থাপন।

(3) বালিকাদের শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ।

(4) তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমন্বিত শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

(5) ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ভিত্তিতে গ্রাম ও ওয়ার্ড শিক্ষাকমিটি, মাতা-শিক্ষক কমিটি ইত্যাদি গঠন ও তাদের উপর পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা অর্পণ করা।

(6) জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা ও তার রূপায়ণ।

(7) শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নতুন নতুন শিক্ষণ পদ্ধতির উপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

(8) পরিকাঠামো ও পরিসেবা ব্যবস্থা বিস্তারের জন্যে 'চক্র সম্পদ' গঠন।

(9) বিদ্যালয়, গ্রাম ও ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'গুচ্ছ সম্পদ' কেন্দ্র গঠন।

(10) জেলার জন্য বরাদ্দকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন খাতের টাকার একটি অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয়ের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ।

(11) গ্রাম সংসদ ও ওয়ার্ড স্তরে শিশুদের শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা।

(12) বসতিভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করা।

এ ছাড়া সর্বশিক্ষা অভিযানে গৃহীত বিশেষ তিনটি কর্মসূচি হল—

(1) 6 থেকে 14 বছরের সব ছেলেমেয়েকে শিক্ষার আঙিনাতে নিয়ে আসতে হবে (Enrolment): এই লক্ষ্য পূরণের জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা হচ্ছে সেগুলি হল:

(ক) বেশির ভাগ ছেলেমেয়ের জন্য পর্ষদ স্বীকৃত বিদ্যালয় স্থাপন।
(খ) এ ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র, মুক্ত বিদ্যালয়, বেসরকারি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা।
(গ) Education Guarantee Scheme (EGS)-এর অধীনে বিদ্যালয় স্থাপন।
(ঘ) মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে যাওয়া বা কখনোই বিদ্যালয়ে না যাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য সেতু পাঠক্রম (Bridge Course) তৈরি করা। এর উদ্দেশ্য হল শিশুদের বয়স ও সামর্থ্য অনুসারে যোগ্যতার মান তৈরি করে তাদের বিধিবদ্ধ প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক ও বিকল্প বিদ্যালয়ে ভরতি করা।

(2) **ভরতি হওয়া শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে হবে (Retention)**: এই লক্ষ্য পূরণের জন্য যেসব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল:
(ক) প্রতিটি শিশুর শিক্ষায় বসার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।
(খ) প্রতিটি শিশুর শিক্ষায় গুণগত মান সুনিশ্চিত করা।
(গ) মাতা-শিক্ষক সভার এবং শিক্ষক-অভিভাবক সভার নিয়মিত আয়োজন করা।
(ঘ) পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।
(ঙ) বিদ্যালয়ে সুস্থ সামাজিক পরিবেশ রক্ষা করা।
(চ) মাঝে মাঝে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
(ছ) স্কুলছুটদের (Drop-out) জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা করে তাদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা।

(3) **ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার গুণগত মান সুনিশ্চিত করতে হবে (Maintaining Quality)**: এই লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রকল্পে যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি হল:
(ক) নতুন নতুন উদ্ভাবনীমূলক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
(খ) সময়মতো শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা।
(গ) বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করা ও বজায় রাখা।
(ঘ) শিক্ষাকালে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি সুনিশ্চিত করা।
(ঙ) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
(চ) মূল্যায়নের ফল নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে বিশেষত মায়েদের সঙ্গে মত বিনিময় করা।
(ছ) পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষার অগ্রগতির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।
(জ) এলাকায় প্রস্তাবিত গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্রকে ব্যবহার করে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ।